দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR. 4 3. 1999

পৃঃ 2 কলাম 2

117

স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনের দাবী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে কলেজ শিক্ষকরা। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর হইতে শুরু করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার বড় বড় প্রকল্প কলেজ শিক্ষকদের দখলে। যে কারণে থানা

(২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

স্বতন্ত্র প্রাথমিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পর্যায়ের এবং জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঐক্য পরিষদ নামক সংগঠনের মাধ্যমে তাহারা আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে। তাহাদের দাবী স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার। সরকারী কলেজ শিক্ষকরা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া আসিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক পদগুলি দখল করায় এ শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা থাকিয়াই যাইতেছে। স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার প্রতিষ্ঠা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ক্যাডারটি কাজ করিবে, তাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটিবে বলিয়া ধারণা। উল্লেখ্য, সরকারী কলেজ শিক্ষকরা এখন অধিদপ্তরের প্রায় সকল পদ, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদ এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের প্রায় সকল পদ দখল করিয়া আছেন। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঐক্য পরিষদের মতে, তাহারা পর্যায়ক্রমে আসেন এবং যান। যে কারণে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি কোন দরদ নাই। স্বতন্ত্র ক্যাডার গঠিত হইলে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিবেদিত হইবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, পিটিআই-এর শিক্ষকদের এই ঐক্য পরিষদ বলিয়াছে, ২০০২ সালের জন্য সবার জন্য শিক্ষা-এর সরকার বিঘোষিত নীতি বাস্তবায়ন করিতে হইলে অবিলম্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে পরিণত করিতে হইবে। ১২ দফা দাবীতে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া তাহারা আগামী ৫ই মে পর্যন্ত কর্মসূচী স্থগিত রাখিয়াছে। ৫ই মে আবার নূতন কর্মসূচী দিবে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারম্যানসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় তাহারা বৈঠক করিয়াছেন। সবাই বলিয়াছেন তাহাদের দাবী যৌক্তিক। মরহুম আব্দুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটিও স্বতন্ত্র ক্যাডারের পক্ষে মত দেয়। এত কিছুর পর দাবী মানা হইতেছে না। আর বার বার ধরনা দিয়াও তাহারা শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইতেছেন না। পরিষদ নেতৃবৃন্দ জানাইয়াছেন, শীঘ্রই তাহাদের দাবী মানা না হইলে দেশের প্রায় ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুলের প্রায় আড়াই লক্ষ শিক্ষক সহযোগে তাহারা দাবী আদায়ের আন্দোলনে নামিবেন।